জয় বাংলা　　　　আল্লাহ্ সর্বশক্তিমান　　　　জয় বঙ্গবন্ধু

পিজিসিবি শ্রমিক কর্মচারী লীগ - সিবিএ

রেজিঃ বি-২১১৭

সিবিএ কার্যালয় ঃ বিদ্যুৎ ভবন, ৭ম তলা, ১ আব্দুল গণি রোড, ঢাকা-১০০০।

সূত্র ঃ পিশ্রকলী/কেনিক/১৩/৭৬৬　　　　তারিখ ঃ ০৮/১/১৪

বরাবর
ব্যবস্থাপনা পরিচালক
পাওয়ার গ্রীড কোম্পানী অব বাংলাদেশ লি:
আইইবি ভবন, রমনা, ঢাকা-১০০০।

বিষয়:- পোষ্য এবং দৈনিক মজুরী ভিত্তিতে নিয়োজিত গাড়ীচালক, পাম্প অপারেটর, টেকনিক্যাল এটেনডেন্ট, ম্যাসেঞ্জার, কুক, সুইপার, মালি পদে কর্মরতদের নিয়মিতকরণ প্রসঙ্গে।
(১) সূত্র নং : ১৯৭তম বোর্ড সভা, তারিখ : ২৪-০৮-২০১০ইং, (২) সূত্র নং : ২০৩তম বোর্ড সভা, তারিখ : ১৩-১০-২০১০ইং, (৩) সূত্র নং : ৩১৫তম বোর্ড সভা, তারিখ : ২৯-০৭-২০১৩ইং

মহোদয়

উপরোক্ত বিষয় ও সূত্রের আলোকে আপনার সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য জানানো যাচ্ছে যে, পিজিসিবি প্রতিষ্ঠানে উপরোক্ত পদসমূহে দৈনিক মজুরী ভিত্তিতে শ্রমিক নিয়োজিত আছে। বর্তমানে ঐ সকল শ্রমিক যে হারে মজুরী পাচ্ছে তাতে তাদের পরিবার-পরিজন নিয়ে বসবাস করা অত্যন্ত কষ্টসাধ্য। আর্থিক অভাব-অনটনসহ তারা সকলেই মানবেতর জীবনযাপন করছে। শ্রম আইন ২০০৬ মোতাবেক কোন প্রতিষ্ঠান ধারাবাহিকভাবে একজন শ্রমিককে দিয়ে ৯০(নব্বই) দিনের বেশী কাজে নিয়োজিত রাখতে পারবেন না। কিন্তু আমরা অত্যন্ত উদ্বিগ্নের সাথে লক্ষ্য করছি যে পিজিসিবি কর্তৃপক্ষ শ্রম আইন ২০০৬ উপেক্ষা করে উপরোক্ত পদে শ্রমিক কর্মচারীদেরকে বছরের পর বছর কাজে নিয়োজিত রেখেছেন। যা অনাকাঙ্খিত,অনভিপ্রেত ও অমানবিক। এ ব্যাপারে পিজিসিবি শ্রমিক কর্মচারী লীগ, বি-২১১৭ (সিবিএ)-এর পক্ষ হতে বিভিন্ন সময় পত্র লেখা এবং দ্বি-পাক্ষিক আলোচনার মাধ্যমে দৈনিক ভিত্তিতে নিয়োজিত শ্রমিক কর্মচারীদেরকে শূন্যপদের বিপরীতে নিয়মিত করার জন্য অনুরোধ করেছি। কিন্তু দূর্ভাগ্য হলেও সত্য যে পিজিসিবি কর্তৃপক্ষ শ্রমিক নিয়োগের ক্ষেত্রে সার্বক্ষনিক ধীর চল নীতিকে অনুসরন করে আসছে। যার ফলে শূন্যপদ থাকা সত্বেও ঐ সকল পদের বিপরীতে দৈনিক ভিত্তিতে শ্রমিক নিয়োজিত রাখা হচ্ছে। বিভিন্ন সময়ে বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে কিছু সংখ্যক শ্রমিক নিয়োগের প্রক্রিয়া সমাপ্ত করলেও সে ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানে দৈনিক ভিত্তিতে নিয়োজিত শ্রমিক কর্মচারীরা বিভাগীয় কোটা/সুবিধা হতে বঞ্চিত হয়েছেন। এর ফলে নিয়োজিত শ্রমিক কর্মচারীর মধ্যহতে কিছুসংখ্যক শমিক আইনের আশ্রায় নিয়েছেন। কর্তৃপক্ষের এহেন দ্বৈত নীতির কর্মকান্ডে একদিকে যেমন ক্ষতিগস্ত হচ্ছে শ্রমিক, তেমনি কর্তৃপক্ষকে আইনের ধারস্থ হতে হচ্ছে। যা প্রতিষ্ঠানের ভাবমূর্তী বিনষ্টের একটি মূল কারন বলে আমরা মনে করি। উপরন্তু গত ২৯-০৭-২০১৩ইং তারিখ আবুল খায়ের কোম্পানীতে দৈনিক ভিত্তিতে কর্মরত কিছুসংখ্যক জু:সহ:ব্যবস্থাপক ও কিছুসংখ্যক শ্রমিক কর্মচারীকে ৩১৫তম বোর্ড সভার অনুমোদন ক্রমে পিজিসিবি কর্তপক্ষ নিয়মিত করেছেন (কপিসংযুক্ত)।

উল্লেখ্য যে আবুল খায়ের কোম্পানীতে যে সকল কর্মকর্তা/কর্মচারী দৈনিক ভিত্তিতে কর্মরত ছিলেন তাদের বেতনভাতা পিজিসিবি কর্তৃপক্ষ পরিশোধ করতেন না বরঞ্চ ঐ সকল কর্মকর্তা/কর্মচারীর বেতনভাতা আবুল খায়ের কোম্পানী পরিশোধ করতেন। এরপরেও সম্পূর্ন মানবিক অবস্থা বিবেচনা করে পিজিসিবি বোর্ড যে প্রক্রিয়ায় ঐ সকল কর্মকর্তা/কর্মচারীদের কে নিয়মিত করেছেন ঠিক একই প্রক্রিয়ায় পিজিসিবি প্রতিষ্ঠানে দৈনিক ভিত্তিতে বিভিন্ন পদে যে সকল শ্রমিক নিয়োজিত আছেন তাদের কে নিয়মিত করা একটি মানবিক কার্যাক্রম।

দৈনিক ভিত্তিতে কর্মরত শ্রমিক কর্মচারীদের কর্মকালের খতিয়ান নিম্নে প্রদত্ত হল :

ক্রম,নং	নাম	পদবী	দপ্তরের নাম	অনুমোদিত পদ	শূন্যপদ	কর্মকাল	মন্তব্য
১.	মোঃ আবুল কালাম	গাড়ি চালক	এসপিএমডি-চট্টগ্রাম	(১৮৫-১৩৭)	৪৩	১০/০৮/০২০৪	
২.	মোঃ মানুজ্জামান (চায়না মনির)	ঐ	জিএমডি (উঃ-পঃ)			২৮/০৬/২০১০	
৩.	মোঃ মহিউদ্দিন চিস্তি	ঐ	এসপিএমডি-ঢাকা-১			০৬/০৭/২০১০	
৪.	মোঃ আব্দুল ওহাব	ঐ	জিএমডি-ঝিনাইদহ			২২/০৮/২০১০	
৫.	মোঃ ফিরোজ খান	ঐ	প্রধান কার্যালয়			০৫/০৯/২০১০	
৬.	মোঃ শফিকুল ইসলাম (শফিক)	ঐ	জিএমডি-ঢাকা (পূর্ব)			০১/১১/২০১০	
৭.	মোঃ মীর মোশারফ হোসেন	ঐ	প্রধান কার্যালয়			২৭/১১/২০১০	
৮.	মোঃ ইসমাইল হোসেন	ঐ	জিএমডি-ঢাকা (উঃ)			০২/১২/২০১০	
৯.	মোঃ শামিম হোসেন	ঐ	মিটারিং বিভাগ			০৯/০১/২০১১	
১০.	মোঃ আসলাম হোসেন	ঐ	টিইআই প্রকল্প			০১/০৭/২০১১	
১১.	মোঃ ইস্রাফিল	ঐ	প্রকল্প-০৪			০১/০৯/২০১১	
১২.	মোঃ মজিবুর রহমান (চঞ্চল)	ঐ	জিএমডি-ঢাকা (পূর্ব)			১৩/১২/২০১১	
১৩.	মোঃ মনির হোসেন	ঐ	প্রধান কার্যালয়			২৬/১২/২০১১	
১৪.	মোঃ রফিকুল ইসলাম (রমিজ)	ঐ	প্রধান কার্যালয়			২৬/১২/২০১১	
১৫.	মোঃ জাহাঙ্গীর আলম (মোক্তার)	ঐ	প্রধান কার্যালয়			০১/০১/২০১২	
১৬.	মোঃ আজগর হাওলাদার	ঐ	বরিশাল-ভোলা প্রকল্প			২০/০৪/২০১২	
১৭.	মোঃ আইনুল হক	ঐ	বরিশাল-ভোলা প্রকল্প			২০/০৪/২০১২	
১৮.	মোঃ মমিন	ঐ	প্রধান প্রকৌশলী (সঞ্চালন-১)			২১/০৪/২০১২	
১৯.	মোঃ জসিম উদ্দিন	ঐ	আমিনবাজার-মেঘনাঘাট প্রকল্প			০৮/০৫/২০১২	
২০.	মোঃ আমির হোসেন (আমির)	ঐ	জিএমডি-আরিচা			২৭/০৬/২০১২	
২১.	মোঃ জালাল উদ্দিন	ঐ	জিএমডি-শ্রীমঙ্গল			২৭/০৫/২০১৩	

সূত্র ঃ.................. —২— তারিখ ঃ..........................

দৈনিক ভিত্তিতে পৌষ্য হিসাবে কর্মরত শ্রমিক কর্মচারীদের কর্মকালের খতিয়ান নিম্নে প্রদত্ত হল :

ক্রম.নং	নাম	পদবী	দপ্তরের নাম	অনুমোদিত পদ	শূন্যপদ	কর্মকাল	মন্তব্য
১.	লিটন কান্তি দাশ	অফিস সহকারী	সিএনএসটিডি	(৭৬-৬৯)	০৯	০২/০১/২০১২	
২.	মোঃ তৌকির আজমল	টেক.এটেনডেন্ট	ডি, এম, (ঃ, ঈশ্বরদী)			০২/০১/২০১২	
৩.	মোঃ আরিফুল আলম	কুক	জিএমডি-শ্রীমঙ্গল			০২/০১/২০১২	
৪.	প্রদীপ কান্তি মল্লিক	অফিস এটেনডেন্ট	বিকেবিএফ	(৮০-৬৭)	১৩	০২/০১/২০১২	
৫.	মোঃ শামীম রহমান	ঐ	প্রধান কার্যালয়, পিএন্ডডি			০২/০১/২০১২	
৬.	মোঃ শহিদুল ইসলাম সুমন	ঐ	প্রধান কার্যালয়, অডিট			০২/০১/২০১২	
৭.	সাবিনা ইয়াসমিন সিপা	ঐ	স্ক্যাডা সার্কেল			০২/০১/২০১২	
৮.	মোসাঃ হাজেরা মোস্তফা	ঐ	মে.ঘাট-আঃ বাজার প্রকল্প			০২/০১/২০১২	
৯.	হামিদা ইয়াসমিন পারুল	ঐ	বরিশাল-ভোলা প্রকল্প			০২/০১/২০১২	
১০.	বাবুল চন্দ্র দে	ঐ	সিপ্রমি বিভাগ, কুমিল্লা			০২/০১/২০১২	
১১.	মাহফুজুর রহমান	টেকনি. এ্যাটেনডেন্ট	জিএমডি-ঢাকা (পূঃ)			০২/০১/২০১২	
১২.	মোঃ আব্দুল্লাহ আল মামুন	ঐ	জিএমমডি-ঢাকা (উঃ-পঃ))			০২/০১/২০১২	
১৩.	মোঃ শফিকুল ইসলাম	ঐ	জিএমডি-রংপুর			০২/০১/২০১২	
১৪.	লাশার বিশ্বাস	সুইপার	গ্রীড সার্কেল-বগুড়া			০২/০১/২০১২	

দৈনিক মজুরী ভিত্তিতে কর্মরত টেকনিক্যাল কর্মচারীদের কর্মকালের খতিয়ান নিম্নে প্রদত্ত হল :

ক্রম.নং	নাম	পদবী	দপ্তরের নাম	অনুমোদিত পদ	শূন্যপদ	কর্মকাল	মন্তব্য
০১.	মোঃ শাহীন উদ্দিন	টেক:এটে:	জিএমডি সেন্ট্রাল	(৩০৭-২২৯)	৭৮	০২-১২-০৮	
০২.	তপন কুমার বিশ্বাস	টেক:এটে:	জিএমডি ঢাকা সেন্ট্রাল			০৮-১০-০৯	
০৩.	মোঃ মারুফ	টেক:এটে:	জিএমডি উ:প:			১৩-০১-১১	
০৪.	মোঃ ইমরান হোসেন	টেক:এটে:	জিএমডি আরিচা			২২-১১-১০	
০৫.	মোঃ সোহেল হোসেন	টেক:এটে:	জিএমডি আরিচা			০৪-১১-১০	
০৬.	হাবিবুর রহমান	টেক:এটে:	আরটিইউডি,বগুড়া			০১-১১-১০	
০৭.	সাহারিয়া সিরাজ	ষ্টোর এটে:	জিএমডি রাজশাহী			০১-০৯-১০	
০৮.	মোঃ হাসিবুল	টেক:এটে:	জিএমডি চট্ট:উ:			০৮-০১-০৯	
০৯.	মোঃ আবুল কাশেম	টেক:এটে:	জিএমডি চট্ট:সেন্ট্রাল			০৬-০২-১০	
১০.	এরশাদুল হক	টেক:এটে:	জিএমডি ঈশ্বরদী			২৩-১১-১০	
১১.	তপন চন্দ্র দাশ	টেক:এটে:	জিএমডি ঢাকা উত্তর			০৬-১২-১০	
১২.	মোঃ জাহিদ হাসান	টেক:এটে:	জিএমডি ঢাকা উত্তর			২২-০৮-১০	
১৩	মোঃ রফিকুল ইসলাম	টেক:এটে:	জিএমডি ঢাকা উত্তর			০১-১১-১০	

অতএব, মহোদয়ের নিকট আবেদন, পিজিসিবি বোর্ড ১৯৭,২০৩ এবং ৩১৫তম সভার মাধ্যমে যে প্রক্রিয়ায় নিয়মিত কার্যক্রম সমাপ্ত করেছেন তা চলমান আছে বিধায় সেই একই প্রক্রিয়ায় বর্তমানে কর্মরত পোষ্য সহ দৈনিক ভিত্তিতে কর্মরত শ্রমিক কর্মচারীদের নিয়মিত করার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করা হল।

ধন্যবাদান্তে,

(মোঃ আব্দুল হাই)
সভাপতি

(মোঃ নুরুল আমিন)
সাধারণ সম্পাদক

অনুলিপি:-

১. মাননীয় মন্ত্রী, বিদ্যুৎ বিভাগ বিদ্যুৎ জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রনালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, সচিবালয়, ঢাকা।
২. মাননীয় সচিব, বিদ্যুৎ বিভাগ, বিদ্যুৎ মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, সচিবালয়, ঢাকা।
৩. মাননীয় চেয়ারম্যান, পিজিসিবি পরিচালক পর্ষদ, ঢাকা।
৪. মাননীয় চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড, মতিঝিল, ঢাকা।
৫. জনাব---সদস্য পিজিসিবি পরিচালক পর্ষদ।
৬. মাননীয় শ্রমপরিচালক, রেজিষ্টার্ড অব ট্রেড ইউনিয়ন্স, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ৪নং রাজউক এ্যাভিনিউ,ঢাকা।
৭. মাননীয় নির্বাহী পরিচালক, (ওএন্ডএম) (পিএন্ডডি) /অর্থ, পিজিসিবি লিঃ আইবি ভবন, রমনা, ঢাকা।
৮. সকল প্রধান প্রকৌশলী/মহা-ব্যবস্থাপক--।
৯. সকল তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী/উপ-মহাব্যবস্থাপক ------------------------------------।
১০. কোম্পানী সচিব, পিজিসিবি, ঢাকা।
১১. সকল নির্বাহী প্রকৌশলী/ব্যবস্থাপক---।
১২. সভাপতি/সাধারণ সম্পাদক জাতীয় শ্রমিক লীগ, ২৩ বঙ্গবন্ধু এভিনিউ,ঢাকা।
১৩. সভাপতি/সাধারণ সম্পাদক বাংলাদেশ বিদ্যুৎ শ্রমিক কর্মচারী ফেডারেশন, ৯বি মতিঝিল বা/এ, ঢাকা।
১৪. সভাপতি/সাধারণ সম্পাদক--।
১৫. দপ্তর কপি

জয় বাংলা আল্লাহ সর্বশক্তিমান জয় বঙ্গবন্ধু

পিজিসিবি শ্রমিক কর্মচারী লীগ - সিবিএ

রেজিঃ বি-২১১৭

সিবিএ কার্যালয় ঃ বিদ্যুৎ ভবন, ৭ম তলা, ১ আব্দুল গণি রোড, ঢাকা-১০০০।

সূত্র ঃ পিশ্রকলী/কেনিক/৪৩/২১৭ তারিখ ঃ ০৬/১/১৪

বরাবর,

ব্যবস্থাপনা পরিচালক
পাওয়ার গ্রীড কোম্পানী অব বাংলাদেশ লিঃ
আইইবি ভবন, রমনা, ঢাকা।

বিষয় : KPI লক্ষ্যমাত্রা অর্জণে ঘোষিত বোনাস পরিশোধ প্রসঙ্গে।

সূত্র নং : ২৭.৭১.০০০.০০৪.০৬.০১৪.১৩-২৫৪০, তাং ২৮/১১/২০১৩ ইং

মহোদয়,

উপরোক্ত বিষয় ও সূত্রের আলোকে সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য জানানো যাচ্ছে যে, বিদ্যুৎ জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয় বিদ্যুৎ বিভাগ কর্তৃক গত ২৬/১১/২০১৩ ইং তারিখ পাওয়ার গ্রীড কোম্পানী অব বাংলাদেশ লিঃ প্রতিষ্ঠানে ২০১২-১৩ ইং অর্থ বছরের KPI লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করার প্রেক্ষিতে ২টি বোনাস অনুমোদন করেছেন (কপি সংযুক্ত)।

মন্ত্রণালয়ের কার্য্যবিবরণীর দ্বিতীয় প্যারাতে পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ থাকা সত্ত্বেও পিজিসিবি কর্তৃপক্ষ এখনও বোনাস পরিশোধ করার ব্যবস্থা গ্রহণ করেন নাই, যা অনাকাংখিত। জানামতে কর্তৃপক্ষ বোনাস পরিশোধ করার নিমিত্তে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রাপ্তির লক্ষ্যে বোর্ড সভায় উপস্থাপন করেছেন, কিন্তু বোর্ড সভা কি ধরনের সিদ্ধান্ত প্রদান করেছেন / পাওয়া গেছে, তা আমাদের জানা নেই।

উল্লেখ্য যে, পিজিসিবি কর্তৃপক্ষ ২০১১-২০১২ইং সালে কর্মকর্তা/কর্মচারীদের যে প্রক্রিয়ায় বোনাস পরিশোধ করেছিলেন ঠিক একই প্রক্রিয়ায় ২০১২-২০১৩ অর্থ বছরের বোনাস পরিশোধ করা উচিত বলে আমরা মনে করি। বর্তমানে ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ যে, প্রক্রিয়ায় বোনাস পরিশোধ করতে চাচ্ছেন তা অনিয়মতান্ত্রিক, বিতর্কিত এবং শ্রম আইন পরিপন্থী। মন্ত্রণালয়ের ২৬/১১/২০১৩ ইং তারিখের কার্যবিবরণীর ক্রমিক নং-২-এর সিদ্ধান্ত (ক-ঙ) পর্যালোচনা করলে দেখা যায় KPI লক্ষ্যমাত্রা মূল্যায়ণের যে পদ্ধতি বা নম্বর নির্ধারণ করা হয়েছে তা প্রতিষ্ঠানে কর্মরত কর্মকর্তা/কর্মচারীদের মাঝে বিভাজন সৃষ্টির একটি প্রক্রিয়ামাত্র। এ প্রক্রিয়া বা পদ্ধতি মূল্যায়ণ পূর্বক বোনাস প্রদান করলে সে ক্ষেত্রে কর্মকর্তা/কর্মচারীদের কর্মক্ষেত্রে উৎসাহের পরিবর্তে বিতর্ক/বিভাজন/সর্বোপরী বৈষম্য সৃষ্টি হবে বলে আমরা মনে করি।

অতএব, মহোদয়ের নিকট আবেদন, কর্তৃপক্ষের কাজের গুরুত্ব বিবেচনা করে কর্মকর্তা/কর্মচারীদের ন্যায্য পাওনা ২০১২-২০১৩ ইং সালের বোনাস পরিশোধের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করা হল।

আপনারই বিশ্বস্থ

(মোঃ নূরুল আমীন)
সাধারণ সম্পাদক

অনুলিপি:

১. মাননীয় শ্রম পরিচালক, শ্রমপরিদপ্তর, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ৪,রাজউক এভিনিউ, ঢাকা-১০০০।
২. মাননীয় চেয়ারম্যান, পিজিসিবি পরিচালক পর্ষদ, আইইবি ভবন, রমনা, ঢাকা-১০০০।
৩. সভাপতি/সাধারণ সম্পাদক---।
৪. দপ্তর কপি।

জয় বাংলা　　　　　　　　　　　　　　আল্লাহ সর্বশক্তিমান　　　　　　　　　　　　　　জয় বঙ্গবন্ধু

পিজিসিবি শ্রমিক কর্মচারী লীগ - সিবিএ

রেজিঃ বি-২১১৭

সিবিএ কার্যালয় ঃ বিদ্যুৎ ভবন, ৭ম তলা, ১ আব্দুল গণি রোড, ঢাকা-১০০০ ।

সূত্র ঃ পিশ্রকলী/কেনিক/৪৩/১৬৮　　　　　　　　　　　　　　তারিখ ঃ ০৬/১/১৪

বরাবর
ব্যবস্থাপনা পরিচালক
পাওয়ার গ্রীড কোম্পানী অব বাংলাদেশ লি:
আইইবি ভবন, রমনা, ঢাকা-১০০০ ।

বিষয় : সর্বনিম্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা/কর্মাচরীদের পোষাক ও জুতা ক্রয়ের মূল্য বৃদ্ধিকরণ প্রসঙ্গে ।

সূত্র নং : পিজিসিবি/এইচআরএম/জি-২১২/১৯৫০, তারিখ : ০৯/০৪/২০১২ ইং

মহোদয়,

উপরোক্ত বিষয় ও সূত্রের আলোকে আপনার সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য জানানো যাচ্ছে যে, পিজিসিবি কর্তৃপক্ষ নিম্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বছরে ০২ (দুই) সেট পোষাক প্রদান করে আসছে। সেলাইসহ পোষাকের সর্বসাকুল্যে মূল্য ২০১২ সালের এপ্রিল মাসে অনুমোদন করা হয়েছে। অপরদিকে ০১ (এক) জোড়া জুতার মূল্য ১০০০/- টাকা নির্ধারণ করা আছে। বর্তমান বাজার মূল্য বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় কাপড় ও জুতা ক্রয়ের মূল্য অনেকাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে। মানসম্মত কাপড় ও জুতা ক্রয় করার লক্ষ্যে কাপড় ও জুতার মূল্য বৃদ্ধি করা আবশ্যক।

নিম্নে বর্তমান চাহিদাকৃত মূল্যের তুলনামূলক বিবরণী প্রদত্ত হল :

ক্রম. নং	বিবরণ	প্রদেয় মূল্য	মূল্য বৃদ্ধির প্রস্তাব	মন্তব্য
০১.	কাপড় ০২ (দুই) সেট	২,০০০/-	৪,০০০/-	যেহেতু বর্তমানে কাপড়ের বাজার মূল্য ও সেলাই-এর মজুরী বেশী সেহেতু দ্বিগুনহারে বৃদ্ধি যুক্তিযুক্ত।
	সেলাই	১,০০০/-	২,০০০/-	
০২.	জুতা উন্নতমানের	১,০০০/-	২,৫০০/-	মানসম্মত জুতা ক্রয় করতে হলে উল্লেখিত মূল্যে জুতা ক্রয় করা দুস্কর। প্রস্তাবিত মূল্য অনেকাংশে কম। এরপরেও প্রস্তাবিত মূল্য বাজারদরের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ মনে হলেও ইহা অনেকাংশে কম। এরপরেও প্রসআতাবিত মূল্য বৃদ্ধির জন্য অনুরোধ করা হলো। উল্লেখ্য যে, ইতোপূর্বে ২০১০ সালে জুতার মূল্য ১,০০০/- নির্ধারণ করা হয়েছিল।

এব, মহোদয়ের নিকট আবেদন কর্মকর্তা/কর্মচারীদের কর্মপরিবেশ ও বাজার দরের বৃদ্ধির অবস্থা বিশ্লেষণ করে প্রস্তাবিত মূল্য বৃদ্ধি করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করা হল।

ধন্যবাদান্তে,

(মোঃ নূরুল আমীন)
সাধারণ সম্পাদক

অনুলিপি:-
১. মাননীয় নির্বাহী পরিচালক, (ওএন্ডএম) (পিএন্ডডি) /অর্থ, পিজিসিবি লিঃ আইবি ভবন, রমনা, ঢাকা।
২. সকল প্রধান প্রকৌলশলী/মহা-ব্যবস্থাপক--।
৩. সকল তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী/উপ-মহাব্যবস্থাপক ---।
৪. কোম্পানী সচিব, পিজিসিবি, ঢাকা।
৫. সকল নির্বাহী প্রকৌশলী/ব্যবস্থাপক---।
৬. সভাপতি/সাধারণ সম্পাদক---।
৭. দপ্তর কপি

জয় বাংলা আল্লাহ সর্বশক্তিমান জয় বঙ্গবন্ধু

পিজিসিবি শ্রমিক কর্মচারী লীগ - সিবিএ

রেজিঃ বি-২১১৭

সিবিএ কার্যালয় ঃ বিদ্যুৎ ভবন, ৭ম তলা, ১ আব্দুল গণি রোড, ঢাকা-১০০০।

সূত্র ঃ পিশ্রকলী/কেন্দ্রীয়/৮৩/৩৬৯ তারিখ ঃ ০৮/১২/১৪

বরাবর
ব্যবস্থাপনা পরিচালক
পাওয়ার গ্রীড কোম্পানী অব বাংলাদেশ লিঃ
আইবি ভবন, রমনা, ঢাকা-১০০০।

বিষয়ঃ- সিবিএ সদস্যগণ কর্তৃক মাসিক চাঁদা বাবদ কর্তনকৃত অর্থের চেক প্রদান প্রসঙ্গে।

সূত্র নং পিজিসিবি/এইচআরএম/জি-৪১/২০১৫ তাং ২০-০৫-২০০৯ ইং

মহোদয়,

উপরোক্ত বিষয় ও সূত্রের আলোকে সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য জানানো যাচ্ছে যে, সিবিএ সদস্যগণ কর্তৃক মাসিক বেতন বিল হতে কর্তনকৃত চাঁদার অর্থ প্রধান কার্যালয়ের হিসাবে জমা রয়েছে। যা সিবিএ হিসাবে নম্বরে জমা প্রদান করা হয় নাই।

অতএব সিবিএ সদস্যগণ কর্তৃক কর্তনকৃত চাঁদা বাবদ জুলাই/১৩ হতে ডিসেম্বর/১৩ পর্যন্ত সময়কালের জামাকৃত সমুদ্বয় অর্থ সিবিএ-এর হিসাব নং ০০২০৪৮৯৮১ জনতা ব্যাংক আব্দুল গণি রোড শাখায় চেকের মাধ্যমে প্রেরন করার জন্য বিনীত অনুরোধ করা হল।

আপনারই বিশ্বস্ত,

(মোঃ নূরুল আমীন)
সাধারণ সম্পাদক

অনুলিপিঃ-
১. পরিচালক (অর্থ), পিজিসিবি ঢাকা।
২. মহাব্যবস্থাপক (পিএন্ডএ), পিজিসিবি,ঢাকা।
৩. উপ-মাহাব্যবস্থাপক (অর্থ), পিজিসিবি,ঢাকা।
৪. অফিস কপি।

জয় বাংলা আল্লাহ সর্বশক্তিমান জয় বঙ্গবন্ধু

পিজিসিবি শ্রমিক কর্মচারী লীগ - সিবিএ

রেজিঃ বি-২১১৭

সিবিএ কার্যালয় ঃ বিদ্যুৎ ভবন, ৭ম তলা, ১ আব্দুল গণি রোড, ঢাকা-১০০০।

সূত্র ঃ পিজিসিবি/কেলিক/১৪/১৭০ তারিখ ঃ ০৬/৮/১৪

বরাবর
ব্যবস্থাপনা পরিচালক
পাওয়ার গ্রীড কোম্পানী অব বাংলাদেশ লিঃ
আইইবি ভবন, রমনা, ঢাকা-১০০০।

বিষয় : **দৈনিক ভিত্তিতে কর্মরত টেকনিক্যাল এটেনডেন্ট তপন চন্দ্র দাস, জাহিদ হোসেন এবং রফিকুল ইসলাম কর্তৃক দায়েরকৃত মামলা প্রত্যাহারপূর্বক চাকুরীতে পুনঃবহাল প্রসঙ্গে।**

সূত্র নং : পিজিসিবি/এইচআরএম/জি-৪১/দ্বি-পাক্ষিক/৬৯, তারিখ : ০১/০১/২০১৪ ইং

মহোদয়,

উপরোক্ত বিষয় ও সূত্রের আলোকে আপনার সদয় দৃষ্টি আকর্ষণ করতঃ জানানো যাচ্ছে যে, গত ১৫/১২/২০১৩ ইং তারিখের দ্বি-পাক্ষিক আলোচনায় দৈনিক ভিত্তিতে কর্মরত টেকনিক্যাল এটেনডেন্টদের মামলা সংক্রান্ত বিষয় বিস্তারিত আলোচনা হয়। আলোচনার এক পর্যায়ে ব্যবস্থাপনার পক্ষ হতে মামলাকৃত শ্রমিকদের পক্ষ হতে যে তিনজন শ্রমিক মামলা প্রত্যাহারে সম্মত হননি। তাদের সাথে ব্যবস্থাপনার পক্ষ হতে ব্যবস্থাপক (এইচআর) এবং সিবিএ প্রতিষ্ঠানের পক্ষ হতে সাধারণ সম্পাদক কথা বলার নির্দেশনা দেয়া হয়েছিল। সে মতে মামলাকারীদের সাথে আলাপ-আলোচনা করে জানা যায়, উল্লেখিত তিনজন ব্যতীত অপর তিনজন মামলা প্রত্যাহারে সম্মত হননি। উল্লেখ্য যে, যেহেতু ০৬ (ছয়) জন মামলাকারী শ্রমিকদের মধ্য হতে তিনজন নিঃশর্ত মামলা নং : ৪৯৫/৪৯৬/৫০০/১৩ প্রত্যাহারে রাজী আছেন সেহেতু মামলা প্রত্যাহারকারী ০৩ (তিন) জন শ্রমিকদের চাকুরীতে পুনঃবহাল করা অতীব জরুরী।

অতএব, মহোদয়ের নিকট প্রার্থনা সম্পূর্ণ মানবিক কারণে নিঃশর্তভাবে মামলা প্রত্যাহারকারী শ্রমিকদেরকে চাকুরীতে পুনঃবহালের জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করা হল।

ধন্যবাদান্তে,

(আব্দুল হাই)
সভাপতি

(মোঃ নূরুল আমীন)
সাধারণ সম্পাদক

অনুলিপিঃ
১. শ্রম পরিচালক, শ্রম পরিদপ্তর, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ৪, রাজউক এভিনিউ, ঢাকা-১০০০।
২. চেয়ারম্যান, পিজিসিবি পরিচালক পর্ষদ, পিজিসিবি, ঢাকা-১০০০ ।
৩. ব্যারিষ্টার ইনামুল কবীর ইমন, সদস্য, এ্যাডমিন এ্যাফেয়ার্স কমিটি, পিজিসিবি, ঢাকা-১০০০।
৪. নির্বাহী পরিচালক, এইচআর/ওএন্ডএম/পিএন্ডডি/অর্থ পিজিসিবি, ঢাকা-১০০০।
৫. মহাব্যবস্থাপক, পিএন্ডএ, পিজিসিবি, ঢাকা-১০০০।
৬. সভাপতি/সাধারণ সম্পাদক ....।
৭. অফিস কপি/মাষ্টার কপি।

জয় বাংলা আল্লাহ সর্বশক্তিমান জয় বঙ্গবন্ধু

পিজিসিবি শ্রমিক কর্মচারী লীগ - সিবিএ

রেজিঃ বি-২১১৭

সিবিএ কার্যালয় ঃ বিদ্যুৎ ভবন, ৭ম তলা, ১ আব্দুল গণি রোড, ঢাকা-১০০০ ।

সূত্র ঃ পিশ্রকলী/কেনিক/১৪/২৭১ তারিখ ঃ ০৮/০২/১৪

বরাবর
ব্যবস্থাপনা পরিচালক
পাওয়ার গ্রীড কোম্পানী অব বাংলাদেশ লি:
আইইবি ভবন,রমনা,ঢাকা-১০০০ ।

বিষয়:-শ্রমিক কর্মচারীদের বিভিন্ন প্রশিক্ষন কর্মসূচীতে সিবিএ প্রতিষ্ঠানের অংশগ্রহন প্রসঙ্গে।
সূত্র নং পিজিসিবি /এইচআরএম/জি-০৪/৮০৫৬ তারিখ ২৪-১২-২০১৩ইং

মহোদয়

উপরোক্ত বিষয় ও সূত্রের আলোকে আপনার সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহন করার জন্য জানানো যাচ্ছে যে শ্রমিক কর্মচারীদের কর্মজীবনকে অধিকতর মানসম্মত করার লক্ষ্যে প্রশিক্ষনের কোন বিকল্প নেই। যে কারনে পিজিসিবি কর্তৃপক্ষ প্রায়শই শ্রমিক কর্মচারীদের ওরিয়েন্টেশন প্রশিক্ষনের ব্যবস্থা করে আসছেন। বর্তমানে অফিস এটেনডেন্ট,ম্যাসেঞ্জার ও মালিদের একটি ওরিয়েন্টেশন প্রশিক্ষন কোর্স প্রধান কার্যালয়ে চলমান।

উল্লেখ্য যে, পিজিসিবি প্রতিষ্ঠানে পিজিসিবি শ্রমিক কর্মচারী লীগ বি-২১১৭(সিবিএ) সংগঠনটি পরপর দুবার নির্বাচিত হয়ে সিবিএ এর দায়িত্ব পালন করে আসছে। আমরা অত্যান্ত উদ্বিগ্নের সাথে লক্ষ্য করছি যে পিজিসিবি কর্তৃপক্ষ শ্রমিক কর্মচারীদের এহেন প্রশিক্ষন কর্মসূচী প্রণয়োনের পূর্বে কখনই সিবিএ প্রতিষ্ঠানকে অবহিত করা হয় না, যার ফলে প্রশিক্ষনে অংশগ্রহনকারী শ্রমিক কর্মচারীরা প্রশিক্ষন সংক্রান্ত বিভিন্ন তথ্য যখন সিবিএ নেতৃবৃন্দের কাছে জানতে চায় তখন নেতৃবৃন্দ অনেকটা হতচোকিত হয়ে পড়ে এবং তথ্য সরাবরাহ করতে ব্যর্থ হয়। এ কারনে শ্রমিক ও নেতৃবৃন্দের মাঝে ভুল বোঝাবুঝি ও দূরত্ব সৃষ্টি হয়। যা অনাকাংখিত ও পরস্পর বিরোধী কাজ। উপরন্তু প্রশিক্ষন কর্মসূচী যেহেতু শ্রমিক সংক্রান্ত সেহেতু এ ধরনের প্রশিক্ষনে বিভিন্ন বিষয়ের উপর বিশেষকরে শ্রম আইনসংক্রান্ত বিষয়ে শ্রমিক নেতৃবৃন্দের ক্লাশ থাকা বাঞ্চনীয়। অথচ আমরা লক্ষ্য করছি যে এ ধরনের প্রশিক্ষন কর্মসূচীতে শ্রমিক নেতৃবৃন্দের কোন প্রকার ক্লাশ রাখা হচ্ছে না। এখানে উল্লেখ্য যে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক পরিচালিত প্রতিটি আইআরআই প্রতিষ্ঠান মাসব্যাপি বুনিয়াদি প্রশিক্ষনে বর্তমান সিবিএ প্রতিষ্ঠানের সাধারণ সম্পাদক কে ক্লাশ প্রদান করে থাকেন। এ ব্যাপারে সিবিএ প্রতিষ্ঠানের পক্ষ হতে একাধিকবার মহাব্যবস্থাপক পিএন্ডএ ও কোর্স সমন্বয়কারী কে অবহিত করা হলে তিনি বলে ছিলেন দ:খিত, ভবিষ্যতে শ্রমিক সংক্রান্ত প্রশিক্ষনের ব্যবস্থা করা হলে অবশ্যই সিবিএ প্রতিষ্ঠানকে অবহিতসহ নেতৃবৃন্দের ক্লাশের ব্যবস্থা গ্রহন করা হবে। কিন্তু বর্তমানে চলমান প্রশিক্ষনের দপ্তরাদেশ পর্যালোচনা করলে দেখা যায় সিবিএ নেতৃবৃন্দের ক্লাশে কোন প্রকার অংশ গ্রহন নাই। উপরন্ত দপ্তরাদেশে সিবিএ কে কোন প্রকার অনুলিপি প্রদান করা হয় নাই। কর্তৃপক্ষের প্রশিক্ষন সংক্রান্ত এহেন কর্মকান্ডে আমরা ব্যথিত ও মর্মাহত। আমরা আশা করবো সুষ্ঠ কর্মপরিবেশ রক্ষার স্বার্থে ভবিষ্যতে শ্রমিক সংক্রান্ত যে কোন প্রশিক্ষনের আয়োজন করা হলে এ বিষয়ে সিবিএ প্রতিষ্ঠানকে অবহিত করা হবে।

অতএব মহোদয়ের নিকট আবেদন ভবিষ্যতে শ্রমিক কর্মচারীদের যে কোন প্রশিক্ষন কর্মসূচী গ্রহন করা হলে সে বিষয়ে সিবিএ প্রতিষ্ঠানকে অবহিতসহ শ্রমিক নেতৃবৃন্দদের কে ক্লাশ প্রদানের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহন করার জন্য বিনীত অনুরোধ করা হল।

ধন্যবাদান্তে

(মো: নূরুল আমীণ)
সাধারণ সম্পাদক

অনুলিপি:-

১.শ্রমপরিচালক,শ্রম পরিদপ্তর,গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার,৪,রাজউক এভিনিউ ঢাকা-১০০০।
২.নির্বাহী পরিচালক এইচআরএম/ওএন্ডএম/পিএন্ডডি/অর্থ পিজিসিবি,ঢাকা।
৩.সকল প্রধান প্রকৌশলী/মহাব্যবস্থাপক----------------------------------।
৪.সকল তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী/উপ-মহাব্যবস্থাপক-----------------------------।
৫.সকল নির্বাহী প্রকৌশলী/ব্যবস্থাপক--------------------------------------।
৬.সভাপতি/সাধারণ সম্পাদক---।
৭. সহকারী পরিচালক (প্রশিক্ষন)পিজিসিবি ঢাকা।
৮.দপ্তর কপি।